দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 14 1998
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

মাদ্রাসার নামে এক বন্দীশালা, সামান্য কারণে যেখানে ছাত্রদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়

সাজেদুর রহমান শিলু, *দিনাজপুর থেকে*

মাদ্রাসা শিক্ষার নামে কার্যত এক বন্দী শিবিরের সন্ধান মিলেছে দিনাজপুরের হাকিমপুর থানার অজ পাড়াগাঁয়ে। দূর-দূরান্ত থেকে পবিত্র কোরান শরিফ শিখতে আসা কোমলমতি শিশু ও কিশোররা সামান্যতম ভুল-ত্রুটি করলেই তাদের শাল কাঠের ডাণ্ডাবেড়ি ও মোটা লোহার শিকলের সাথে তালা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। সম্প্রতি ইয়াকুব নামে (১৩) বছরের এক কিশোর রাতের অন্ধকারে লোহার শিকল ও কাঠের ডাণ্ডাবেড়িসহ এই বন্দীশিবির থেকে নিজ বাড়িতে পালিয়ে এলে বিষয়টি জনসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ে। লোকজন জানতে পারে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে সেখানে মধ্যযুগীয় কায়দায় শিশু ও কিশোরদের ওপর চালানো হচ্ছে অমানবিক নির্যাতন।

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে হাকিমপুর থানা। যা হিলি নামেই সর্বাধিক পরিচিত। এ থানার ডাঙ্গাপাড়ায় অবস্থিত 'সালাপিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা'। ৩৮ জন শিশু ও কিশোর লেখাপড়ার জন্য রয়েছে এখানে। এদের মধ্যে একজন হলো হাকিমপুর থানার বোয়ালদার ইউনিয়নের সরঞ্জাগাড়ী গ্রামের মোঃ ইছাহারের পুত্র ইয়াকুব (১৩)। গত ২ মে রবিবার রাত পৌনে এগারোটায় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ইছাহারের বাড়ির লোকজন জেগে ওঠে। ডাকাতের আগমন ভেবে প্রথমে তারা দরজা খুলতে ইতস্তত করে। এক পর্যায়ে দরজা খুলে দেখে কাঠের ডাণ্ডাবেড়ি ও মোটা লোহার শিকলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ইয়াকুব দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা বাবাকে দেখে ইয়াকুব চিৎকার করে ওঠে। জেগে ওঠে সমগ্র গ্রাম। লোহার শিকলের ভারি তালা ভেঙ্গে মুক্ত করার পর গ্রামবাসীদের ইয়াকুব শোনায় ডাঙ্গাপাড়া সালাপিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষার নামে মধ্যযুগীয় নৃশংস নির্যাতনের কাহিনী। ঘটনার ভয়াবহতায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে গ্রামবাসী। ইয়াকুব জানায়, ডাঙ্গাপাড়া সালাপিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসাটি মূলত একটি বন্দী শিবির। অপর ৩৫ ছাত্রের মতো তাকেও ঘরে বন্দী করে রাখা হতো। সন্ধ্যার পর এক একটি ঘরে ১০/১২ জন ছাত্রকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়া হতো। এর মধ্যে কারও প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হলেও দরজার তালা খোলা হতো না। অনেক সময় কেউ কেউ ঘরের ভিতরেই প্রাকৃতিক কাজ সেরে ফেলত। পরদিন তাদের ওপর নেমে আসত নির্মম নির্যাতন। বেতনভুক্ত সুইপার থাকলেও ছাত্রদের দিয়েই পরিষ্কার করানো হতো মলমূত্র। এর পর পা থেকে গলা পর্যন্ত ভারি শালকাঠের একটি লম্বা টুকরো মোটা লোহার শিকলের সাথে তালা দিয়ে বেঁধে রাখা হতো তাদের। এভাবেই ৫/৭ দিন অভিযুক্ত ছাত্রদের পড়াশোনা, খাওয়া, ঘুমানো এবং প্রস্রাব-পায়খানার কাজ সারতে হতো। একনাগাড়ে কয়েকদিন শিকলে বেঁধে রাখার কারণে অনেকের হাত পায়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া পড়া না পারা, ঘুম থেকে সামান্য দেরিতে ওঠা, এক ওয়াক্ত নামাজ বাদ গেলেও তাদের লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের শুধুমাত্র ২ বেলা আধাপেট খাওয়ানো হতো। এক থালা ভাতের সঙ্গে থাকতো লাউ-কুমড়ো ভাজি কিংবা পাট শাক। ভাতের চালও ছাত্ররা নিয়ে আসত বাড়ি থেকে। ইয়াকুব জানায়, কয়েকদিন একনাগাড়ে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ভাত খাওয়ার পর সে কুমড়া থেকে খেতে জানায়। এর ফলেই তার ওপর নেমে আসে বর্বর নির্যাতন। শিকলের ডাণ্ডাবেড়ি পরানো হয় তাকে। এভাবে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলে একদিন সে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে পালিয়ে আসে।

গত ১০ মে হাকিমপুর সরঞ্জাগাড়ী গ্রামে ইয়াকুবের বাড়িতে সরেজমিনে গিয়ে পাওয়া গেল আরও কিছু নতুন তথ্য। ইয়াকুবের পিতা মোঃ ইছাহার জানালেন, এ বিষয়ে ডাঙ্গাপাড়া সালাপিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির কাছে বিচার চেয়ে আবেদন করেও কোন ফল পাননি। কমিটির সেক্রেটারি মহসিন চৌধুরি শুধু তারিখের পর তারিখই দিচ্ছেন, কিন্তু বিচারে বসছেন না। তিনি

দিনাজপুর বন্দী শিবির থেকে চলে আসা আরেক শিশু শাহীনুর আলম —জনকণ্ঠ

জানালেন, মাদ্রাসার বড় হাফেজ আবুল হোসেন বিষয়টি আপোসের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর একদিন গভীর রাতে ইয়াকুবকে বাড়ি থেকে তুলে নেয়ার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে পাঠায়। কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যায়। এ সময় তারা একটি সাইকেল রেখে পালায়। যা এখনও ইছাহারের বাড়িতে রয়েছে। এ ঘটনার পরই পরিবারের লোকজন ইয়াকুবকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। তাদের ধারণা, ইয়াকুবকে উঠিয়ে নিয়ে গুম করে দেয়ার চেষ্টা চলছে। তার পরিবারের লোকজন এতই ভীতসন্ত্রস্ত যে, সাংবাদিকদের কাছেও তারা ইয়াকুবের সন্ধান দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে ইয়াকুবের শরীর থেকে খুলে নেয়া শাল কাঠের ভারি টুকরা, লোহার শিকল ও তালা এনে দেখায় সাংবাদিকদের।

এর পর কথা হলো বিরামপুর থানার দিঘর ইউনিয়নের বেলখুড়িয়া গ্রামের সুলতান মাহমুদের পুত্র শাহীনুর আলম (১২)-এর সাথে। অন্য ছাত্রদের মতো তাকেও এ মাদ্রাসায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ইয়াকুব ডাণ্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে আসার পর লোকজন বন্দী শিবিরটি সম্পর্কে জানতে পারে। এর পরেই শাহীনুরের পিতা তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসে। তার কাছ থেকেও পাওয়া গেল আরও কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। শাহীনুর জানাল, রান্নার জন্য খড়ি সংগ্রহ করতে হয় ছাত্রদেরই। বড়হুজুরের নির্দেশে তারা ট্রেন লাইনের কাঠের স্লিপার কেটে আনার সময় অল্পের জন্য ট্রেনেকাটা থেকে বেঁচে যায়। এ ছাড়া তাদের প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে গাছের শুকনো ডাল ভেঙ্গে আনতে হয় রান্নার জন্য। না আনলে উপোষ থাকতে হয় সারাদিন।

এর পর ডাঙ্গাপাড়া সালাপিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে দেখা গেল একটি ঘরে ১৮ ছাত্র পবিত্র কোরান শরিফ পড়ছে। বাইরে থেকে দরজায় তালা দেয়া। অনেক দূরের একটি ঘরে দুপুরের খাওয়ার পর ছোট হুজুর গভীর ঘুমে। ডেকে উঠানোর পর তালা দিয়ে ছাত্র পড়ানোর বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, যাতে কেউ পালাতে না পারে সেজন্যই এ ব্যবস্থা। তালা খুলতেই ছাত্ররা মুক্ত বিহঙ্গের মতো বের হয়ে আসে। বড়হুজুরের কথা জিজ্ঞাসা করতেই ছোটজন জানালেন ঢাকায় গেছেন। তবে এক ছাত্র জানাল ক্যামেরা হাতে লোকজনদের আসতে দেখেই বড়হুজুর এখনই পালাল। শিকল দিয়ে ছাত্রদের বেঁধে রাখার বিষয়ে ছোটহুজুর জানালেন, সব সময় নয় ছাত্ররা বেয়াদবি করলেই এ শাস্তি দেয়া হয়। আলাপ হলো দূর-দূরান্ত থেকে আগত মাদ্রাসার বর্তমান ১৮ শিশু ও কিশোর ছাত্রদের সাথে। তাদের কান্নাজড়িত কণ্ঠে আকুতি একটিই "আর এখানে থাকব না। আমরা বাড়ি যাব। বাবা-মাকে বলেন, আমাদের নিয়ে যেতে"।